দৈনিক ইনকিলাব

29 OCT 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

...াজকে হেয় করবেন না

...াতে কানাগলি ছাড়িয়ে সদর রাস্তা দিয়ে চলতে শুরু করেছে অনেক আগে থেকেই। এই সদর পথে চলতে গিয়ে দুর্নীতির রকম-সকম ও চেহারা-সুরত অনেক পাল্টে গেছে। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্নীতির ব্যাপকতা দেখেও ভাবতে বিস্ময় লাগে এসব কি দুর্নীতি না সমাজ বিবর্তণের ধারা! বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি এ ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকে তখন সত্যি এ সবকে দুর্নীতি বলে ভাবতে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে আসে। কেননা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুর্নীতির সয়লাবে ভেসে যাবে এটা কেউ কল্পনা করতে পারে না। এমনি অকল্পনীয় বিষয় যদি বাস্তবরূপে আত্মপ্রকাশ করে তাহলে কি এটাকে আমরা শিক্ষা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মেনে নেব?

দেশের শিক্ষা বিভাগ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ সম্পর্কে এখনো দেশবাসীর মনে উঁচু ধারণা বিরাজ করছে। এমনকি শিক্ষক সমাজ এখনো আদর্শ ব্যক্তি হিসেবে সমাজ-মানুষের কাছ থেকে শ্রদ্ধা-ভক্তি পেয়ে আসছেন। এহেন সম্মানিত শিক্ষক সমাজ যদি দুর্নীতির সাথে নিজেদেরকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেন তা হলে আর কাকে সমাজ-মানুষ শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে ভাবতে পারবে।

সম্প্রতি পত্রিকান্তরে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায় যে, যশোর শিক্ষা বোর্ডের বিভিন্ন মফস্বল কেন্দ্রের কতিপয় বিদ্যালয়ে অনিয়মিতভাবে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির অবৈধ কারবার চলছে। ছাড়পত্র দেয়া ও নতুন ভর্তির সময়সীমা পার হলেও একশ্রেণীর শিক্ষক ও বোর্ড কর্মচারী এ কাজ অব্যাহত রেখেছে।

এ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য থেকে আরো জানা গেছে যে, যশোর বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩০ জুনের পর নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীকে ছাড়পত্র দেয়া ও নতুন করে ভর্তি করা নিষেধ। কিন্তু এ নিয়মের তোয়াক্কা না করে মফস্বলের কতিপয় বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি চলছে। ফলে সাতক্ষীরা কেন্দ্রভুক্ত বিদ্যালয়গুলোর দশম শ্রেণীর কক্ষ প্রায় শূন্য হতে চলেছে। এই একই অবস্থা না-কি হয়েছে খুলনা কেন্দ্রের বিদ্যালয়গুলোতেও। এর কারণ সম্পর্কে জানা যায় যে, সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের বিদ্যালয়গুলো সম্ভাব্য পরীক্ষার্থীদের নামের তালিকায় ফাঁকা রেখে কাগজপত্র বোর্ডে জমা দিয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য আসন্ন টেস্ট পরীক্ষায় অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে ভর্তি দেখিয়ে তা পূরণ করা অথবা অন্য কোন নতুন নাম সংযোজন করা। এ ব্যাপারে বোর্ডের কতিপয় কর্মচারীও না-কি জড়িত রয়েছে। নিয়ম লংঘন করে এভাবে ছাত্র ভর্তির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হচ্ছে মফস্বল কেন্দ্রে পরীক্ষায় নকল করার বিশেষ সুবিধা পায় বলে ছাত্র-ছাত্রীরা শহরের বিদ্যালয় ছেড়ে মফস্বলের বিদ্যালয়ে চলে যাচ্ছে। নিয়ম বহির্ভূত ছাত্র ভর্তির বিষয়টি শুধু সাতক্ষীরা ও খুলনার মধ্যেই কেন্দ্রীভূত নয়। দেশের অন্যান্য শিক্ষা বোর্ডের অধীন মফস্বল এলাকার কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের অবৈধ কারবার অব্যাহত আছে বলেও অভিযোগ পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর অসাধু শিক্ষককে সংশ্লিষ্ট বোর্ডের কতিপয় কর্মচারী সুবিধা দিয়ে এ ধরনের অবৈধ ও গর্হিত ব্যবসা টিকিয়ে রেখেছে। বিষয়টি বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অবগত আছেন কি-না তা আমাদের জানা নেই। তবে আমরা যতদূর জানি তাতে মনে হয় বিষয়টি ওপেন সিক্রেট। এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, পরীক্ষায় নকল প্রবণতার এখান থেকেই শুরু। ছাত্র-ছাত্রীরা এ ধরনের অবৈধ সুযোগ না পেলে পরীক্ষায় নকল প্রবণতাও এতটা প্রকট হত না।

যা হোক, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিষয়টি একান্তই ন্যাক্কারজনক। এ অবস্থা চলতে থাকলে শিক্ষা ব্যবস্থা তথা পরীক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হতে বাধ্য। তা ছাড়াও একশ্রেণীর অসাধু শিক্ষকের অবৈধ কার্যকলাপ গোটা শিক্ষক সমাজের মুখে কলঙ্ক লেপন করবে। তাই শিক্ষা বিভাগ তথা দেশের শিক্ষা বোর্ডসমূহের কর্তৃপক্ষ বিষয়টিকে কঠোর হাতে দমন করলে দেশের শিক্ষা ও শিক্ষকের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে।